জাহাঙ্গীর
ডকেট নং ২৯৬
তারিখ ৭/৩/২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী
(শিক্ষা ও কল্যাণ শাখা)
www.rajshahi.gov.bk

মেমো নং- ০৫.৪৩.৮১০০.০২১.১৩.০৬০.২০২০-২২৬(১০০) তারিখ:- ২৭/০২/২০২০ খ্রি.

বিষয় ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপন উপলক্ষ্যে ভাষণ পরিবেশন ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রাজশাহী মহানগর পর্যায়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ পরিবেশন ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিভাগ ও বিষয়	নির্বাচিত সংখ্যা	মন্তব্য
ক-বিভাগ ঃ নার্সারী - ১ম শ্রেণি পর্যন্ত। বিষয় : ইচ্ছামত খ-বিভাগ ঃ ২য় শ্রেণি - ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত। বিষয় : গ্রাম বাংলা গ-বিভাগ ঃ ৫ম - ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত। বিষয় : মুক্তিযুদ্ধ ঘ-বিভাগ ঃ ৮ম - ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ঙ-বিভাগ ঃ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের চিত্রাংকন - বিষয় : ইচ্ছামত	প্রতিটি গ্রুপে ০৩ (তিন) জনের নাম জমা দিতে হবে	
৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ পরিবেশন প্রতিযোগিতার বিভাগ	**নির্বাচিত সংখ্যা**	**মন্তব্য**
ক-বিভাগ ঃ নার্সারী - ১ম শ্রেণি পর্যন্ত খ-বিভাগ ঃ ২য় শ্রেণি - ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত গ-বিভাগ ঃ ৫ম - ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত ঘ-বিভাগ ঃ ৮ম - ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ঙ-বিভাগ ঃ একাদশ থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত	প্রতিটি গ্রুপে ০৩ (তিন) জনের নাম জমা দিতে হবে	

২। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত তিনজন প্রতিযোগীর নাম জমা দিবেন ও চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।

৩। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা আগামী ০৭.০৩.২০২০ তারিখ বিকাল ৩.০০ টায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, রাজশাহী জেলা শাখায় অনুষ্ঠিত হবে।

এমতাবস্থায়, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রতিটি গ্রুপে তিনজন প্রতিযোগীর নামের তালিকা আগামী ০৫.০৩.২০২০ তারিখের মধ্যে জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, রাজশাহী এর নিকট জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল।

২৭/০২/২০২০
(মোঃ কামরুজ্জামান)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
রাজশাহী
ফোন : ০৭২১-৭৭৪২৯৫(অফিস)
e-mail: adceduictrajshahi@gmail.com

অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সভাপতি/সম্পাদক

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :

১। জেলা শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী (তাঁকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল)
২। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী (তাঁকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল)
৩। জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, রাজশাহীকে প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরির জন্য অনুরোধ করা হল)

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ
(অংশবিশেষ)

ভাইয়েরা আমার

আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিস্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, যে আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারী, আদালত, ফৌজদারী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, তার জন্য রিক্শা, ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে শুধু সেক্রেটাররিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গর্ভণমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা-কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়- তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট, যা যা আছে, সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার-নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।

সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, যদ্দুর পারি আমি সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছাইয়া দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল, কেউ দেবে না। শোনেন-মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু, মুসলমান, বাঙালি, নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নেবার পারে। কিন্ত পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।

কিন্তু যদি, এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব-এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ্। এরারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।